দৈনিক খবর

তারিখ 08 AUG 1988
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

083

মঞ্জুরী কমিশনের অনুদান বন্ধের ফলে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন আর্থিক অনটন চলছে

।। মাহফুজুর রহমান ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যে সকল আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ এনে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুদান বন্ধ করেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট গঠিত তদন্ত কমিটি সে অভিযোগগুলোকে সত্য বলে মন্তব্য করেছে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আগস্ট মাসের বেতন কোত্থেকে দেয়া হবে, তা এখনও অনিশ্চিত। মঞ্জুরী কমিশনের বরাদ্দ না পেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন পরিচালনা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, গত ৩রা আগস্ট পেশকৃত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ধরনের বহুসংখ্যক কর্মচারীর বেতন স্কেল নিয়ম বহির্ভূতভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে। ১৯৭৫ সালের সরকারী আদেশ, এ্যাক্ট নম্বর-৩২, ধারা-৫(২) অনুযায়ী যে কোন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের বেতম স্কেল ও অন্যান্য আর্থিক সুযোগ-সুবিধা অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত হবে এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ কোন সরকারী অনুমতি ব্যতীত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীর বেতন-ভাতা পরিবর্তন করতে পারেন না। এ আইন ভঙ্গ করেই ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বর থেকে এ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৫৩৫ জন কর্মচারীকে আর্থিক সুবিধা প্রদান

৭-এর পাতায় দেখুন

আর্থিক অনটন চলছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করেছেন। এ আর্থিক সুবিধা প্রদান বিধিসম্মত হয়নি এবং তা প্রত্যাহার করে নেয়ার জন্য তদন্ত রিপোর্টে সুপারিশ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

সূত্রটি আরো জানান যে, রিপোর্টে বলা হয়েছে, নিয়ম বহির্ভূতভাবে যে আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে তা এই মুহূর্তে ফিরিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রেও বাধা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে কর্মচারীদের আন্দোলন হতে পারে। সে ক্ষেত্রে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে বিষয়টিকে আইনসিদ্ধ করার পন্থা উদ্ভাবনের জন্যও রিপোর্টে সুপারিশ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গত ২৫শে জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে দেয়া এক চিঠিতে আইন পরিপন্থীভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে দেয়া আর্থিক সুবিধা প্রত্যাহার করে নেয়া, সরকারী আইনের পুরোপুরি বাস্তবায়ন, ইতিমধ্যে অবৈধভাবে দেয়া আর্থিক সুবিধা ফিরিয়ে নেয়া ও আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলেছে এবং এ ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত জানিয়েছে।

গত ৮ই জুলাই বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট সভায় আলোচিত এ চিঠিতে অভিযোগ করা হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৫৩৫ জন কর্মচারীর বেতন স্কেল আইন পরিপন্থীভাবে বাড়িয়েছেন এবং ৫৮৭ জনের ভাতা বাড়ানোর প্রস্তাব করেছেন। এ জন্য মঞ্জুরী কমিশনকে প্রায় বাড়তি ৬০ লাখ টাকা দিতে হবে।

মঞ্জুরী কমিশনের এ অভিযোগ তদন্তের জন্য সিন্ডিকেটে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ ডঃ আবদুল্লাহ ফারুককে চেয়ারম্যান করে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি গত ৩রা আগস্ট রিপোর্ট পেশ করেছে। মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক উত্থাপিত অভিযোগগুলো পরীক্ষা করা ছিল কমিটির কাজের ভিত্তি।

জানা গেছে, তদন্ত রিপোর্টে বিভিন্ন উপাচার্যের সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের আর্থিক সুবিধা দেয়া হয়েছে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, বিষয়টির পিছনে রাজনৈতিক চাপও কাজ করে।

উল্লেখ্য, আইন অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ (সিন্ডিকেট) শতকরা ২৫ জন কর্মচারীর বেতন সরকারী অনুমতি ছাড়াই পরিবর্তন করতে পারেন। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এ আইন লংঘিত হয়েছে। ফলে মঞ্জুরী কমিশন বিষয়টির প্রতিবাদ করেছে।

এদিকে মঞ্জুরী কমিশন গত ১৪ই জুলাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বেতনসহ জরুরী প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো মিটানোর জন্য ৩ কোটি টাকা অনেক কৈফিয়তের পর দিয়েছে। চলতি মাসের বেতন ও প্রশাসনিক খরচ কোত্থেকে আসবে তা এখনও অনিশ্চিত।

উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আর্থিক অনিয়ম তদন্তের জন্য সরকারী একটি বিশেষ অডিট টীম এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করছে।